মহামারী-করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ইসলামি দিকনির্দেশনা

الحمد لله مجيب الدعاء، وكاشف الكرب والبلاء، نحمده على النعم والآلاء، ونعوذ به من شر ما خلق من البلاء والوباء، يصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظمة والثناء، والعزة والكبرياء، والدوام والبقاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء، وصاحب الإسراء والمعراج والحوض واللواء. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في السراء والضراء.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি হালাল ও হারামের বিধানদাতা, সকল আত্মা ও দেহের সৃষ্টিকর্তা, মসিবত ও রোগব্যাধি প্রতিহতকারী, দিবারাত্রির বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হতে নিরাপত্তা দিয়ে তার বান্দাদের উপর করুণা কারী। তিনিই রোগ-বালাইতে রেখেছেন দয়া, সম্মান ও পাপমুক্তি। তাতে আরো রেখেছেন প্রতিদান, আখেরাতের সঞ্চয় ও পরিশুদ্ধতা। অতএব সুস্থতা ও নিরাপত্তা পেয়ে শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হোন, আর বিপদাপদ ও দুর্দশায় পড়লে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হোন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা. এর উপর, যিনি ছিলেন সকলের বিশ্বাসভাজন। তাঁর পরিবার, সকল সাহাবী ও তাবেয়ীনদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক|

আল্লাহর বান্দাগণ!

মহামারীর কারণে অনেক জনাকীর্ণ এলাকা কয়েক দিনেই বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে এটাকে মূলোৎপাটন করতে ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে আপনারা সহযোগিতা করুন। একবার উমর রা. সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। সীমান্তে পৌঁছে শুনতে পেলেন, সিরিয়া এখন মহামারী কবলিত। তখন তিনি সাথে পরামর্শক্রমে মদীনায় ফিরে চললেন; আবু উবাইদা রা. বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য লোকজন নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন? উমর রা. বললেন, হ্যাঁ। আমরা মহান আল্লাহর তাকদীর থেকে মহান আল্লাহর তাকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। (রিয়াদুস সালেহীন)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি উসামা বিন যায়েদ রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি প্লেগ বা মহামারী রোগ সম্পর্কে রাসূল সা.-এর কাছে কী শুনেছেন? অতঃপর উসামা রা. বললেন: আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি: (প্লেগ বা মহামারী হচ্ছে এমন শাস্তি যা বনী ইসরাঈল বা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠানো হয়েছিল। অতএব তোমরা যখন শুনবে কোনো এলাকায় মহামারী রোগ দেখা দিয়েছে, তখন তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর আক্রান্ত এলাকায় তোমরা থাকলে সেখান হতে পালিয়ে বের হয়ে এসো না (إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا) (বুখারী হা/৫২৮৭ ও মুসলিম হা/৪১১১)

মুসুল্লীয়ানে কেরাম!

করোনা নামক ব্যাধিতে বিশ্ববাসী আক্রান্ত হয়েছে। তা এমন এক মহামারী রোগ যা ঘুম কেড়ে নিয়েছে, শক্তি খর্ব করেছে, বিভিন্ন দেশে হানা দিয়ে তার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে ও আবহাওয়াকে বিনষ্ট করেছে।

আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই মহান সত্বার, যিনি রোগ দেন এবং মানুষকে পরীক্ষা করতে, তাদেরকে শিক্ষা দিতে ও সতর্ক করতে। তিনি যখন ইচ্ছা তখন তার দ্বারা সংক্রমিত হতে অনুমোদন দেন। অতএব আপনারা আল্লাহর যিকির, তাঁর কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা!

এ ধরনের মহামারীর প্রাদুর্ভাব যেখানেই হোক না কেন তা অবশেষে দূর্বল হয়ে যায়। কেননা এমন অনেক মহামারীই প্রকাশ পেয়েছিল, অতঃপর তা নিঃশেষও হয়ে গেছে। আপনারা এমন রোগ ও মহামারীতে আক্রান্ত এলাকা থেকে সতর্ক হোন।

হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় রুমাল, টিস্যু বা মাস্ক ব্যবহার করে মুখ ঢেকে রাখুন। হাঁচি বা কাশির সাথে যে কফ বা থুথু বের হয় ও রোগ জীবাণু ছড়ায়, তা দ্বারা যেন কেউ কষ্ট না পায়। কেননা কখনো কখনো বাতাসে মিশ্রিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র কণা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে প্রবেশ করে ও আক্রান্ত ব্যক্তির ফেলে রাখা উদ্বৃত্ত বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় সংক্রমণ হয়। আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: (তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, এমতবস্থায় সে যেন তার চেহারার উপর দু-হাত দেয় এবং আওয়াজকে নীচু করে।) মুস্তাদরাক হাকেম। খাওয়ার আগে ও পরে, টয়লেট থেকে বের হয়ে, যার ব্যাপারে সংক্রমণের আশংকা রয়েছে এমন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ শেষে আপনারা দু-হাত ধৌত করুন। এমনকি যখনই হাতে কোন ঘাম, ধুলা ময়লা লাগে তখনই তা ধুয়ে ফেলুন|

আয়শা রা. বলেন: (রাসূল সা. যখন জানাবাতের অবস্থায় পানাহার করতে চাইতেন তখন তিনি দু-হাত ধুয়ে পানাহার করতেন।) সুনান নাসায়ী|

হাজেরীন!

সংক্রমণযোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হতে আড়ালে থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে সংকোচ করার কিছু নেই। আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন: وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ -أخرجه البخاري (কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক যেভাবে তুমি সিংহ থেকে দূরে থাক।) সহীহ বুখারী।

শারীদ বিন ছুওয়াইদ সাকাফী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

প্রচারনায়:

হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ।

ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়'আত করতে এল। তখন তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর কাছে না ডেকে বরং লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, "আমি তোমার বায়'আত কবুল করে নিয়েছি, অতএব তুমি ফিরে যাও।" (সহীহ মুসলিম হা/4138)

তিনি সা. উক্ত ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা ও মুখোমুখি হয়ে বায়'আত গ্রহণ করেননি। কেননা এরকম কুষ্ঠ রোগীর সাথে মেলামেশা করা সাধারনত সংক্রমনের অন্যতম কারন।

আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেন: لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ - متفق عليه (উটের মালিক যেন রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের পালে না নিয়ে যায়।) বুখারী ও মুসলিম।

এখানে রোগা উটের মালিককে রোগাক্রান্ত উটগুলোকে সুস্থ উটের পালে নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন, সংক্রমনের ভয়ে এবং রোগ ও মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশংকায়। এভাবেই রাসুল (সা.) মহামারী জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তা থেকে রক্ষা পেতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বলে দিয়েছেন। তাঁর কথাগুলোই এখন কোয়ারেন্টাইন ধারণার প্রতিষ্ঠাতা যার ব্যাপারে সমকালীন সব স্বাস্থ্য সংস্থা অসিয়ত করছে। আর এ পন্থাই এখন বর্তমান মহামারী 'করোনাভাইরাস' প্রতিরোধের ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

প্লেগ বা মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে ইসলামী শরিয়ত যেসব কারণ এবং হেকমতের জন্য প্রবেশ নিষেধ করেছে তার কিছু ইবনুল কায়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. কষ্টদায়ক বস্তু হতে দূরে থাকা ও তা দূরে ঠেলে দেওয়া। ২. দূষিত হাওয়ায় নিশ্বাস না নেওয়া, যার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। ৩. যারা ওই কারণে রোগাক্রান্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে মেশার কারণে যেন একই রোগে রোগাক্রান্ত না হয়। যদি মানুষেরা সংক্রমণযুক্ত এলাকা থেকে একের পর এক বের হতে থাকে তাহলে সেখানে যারা এ রোগে বা অন্য রোগে অসুস্থ তারা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং বাঁচা-মরার অঙ্গীকার হারিয়ে ফেলবে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

কুলাকুলি করা ও চুম্বন করা মূলত জায়েয, কিন্তু করোনা ভাইরাসের এই সময়ে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় তা থেকে বেঁচে থাকতে ডাক্তাররা সতর্ক করেছেন। এই নির্দেশনা মেনে চলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হিকমতের অন্তর্ভূক্ত, বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রশংসনীয় কাজ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার যে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সর্বোতভাবে সহায়তা করব। দেশ ও জনগণের জন্য ব্যাপক কল্যাণকর, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শী এ সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আপনারা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামণা করুন। কেননা কোন মানুষকে ঈমানের পর তার নিরাপত্তার চেয়ে বড় কোন নেয়ামত দেয়া হয়নি। বিপদগ্রস্থ কোন ভাইকে দেখলে, আল্লাহর কাছে এমন বিপদে আপতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চান।

হে মানব জাতি!

তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর অনুগ্রহ করে- [চোখে দেখা যায় না এমন] অপর সূক্ষ্ম সৃষ্টির (করোনা ভাইরাস) মাধ্যমে এমন কৌশল বাস্তবায়ন করেছেন যে, এর ফলে প্রধান প্রধান বসতিপূর্ণ নগরী জনশুন্য হয়ে পড়েছে, সুঠাম দেহ দূর্বল হয়ে পড়েছে, অসংখ্য সমাগমকে বিক্ষিপ্ত করেছে, অঢেল সম্পদ ক্ষয় হয়েছে, অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি লাঞ্ছিত করেছে, সুস্থকে রোগী বানিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পদস্খলন ঘটিয়েছে! অথচ সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গ রয়েছে, সমর্থনপুষ্ট বাহিনী রয়েছে, অনেক ধার্মিক ও তাপস ব্যক্তিও রয়েছে, রয়েছে অনেক অন্যায়কারী ও ঝগড়াটে মানুষ।

এটা অনুপ্রবেশ করেছে ব্যস্ত শহরের মানুষজনের মাঝে, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে; নেই কোনো গুনগুন আওয়াজ নেই কোনো ছোঁয়া, অথচ যার গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না।

এটা বন্ধুদেরকে শত্রুর আচরণরূপে আক্রমন করেছে; ফলে সুসম্পর্ক থাকা সত্বেও বিছিন্ন কাছে থেকেও দূরে, প্রিয়দের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে । এটা শুধুই আমাদের কৃতকর্মের ফল এবং আমাদের থেকে কিছু উঠিয়ে নেওয়ার কারণে।

প্রিয় মুসুল্লীগণ!

আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করুন; যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার জন্য [উত্তরণের] পথ তৈরি করে দেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। সুরা আনফাল ৪:33

করোনা ভাইরাসে বিশ্বের নিস্তব্ধতা এবং আল্লাহর পরিকল্পনা বা তাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবতা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমরা এখন কঠিন দিন পার করছি, সামনে আরো কঠিনতম সময় আসছে। মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। মহান আল্লাহ আপনাদের সুস্থ্য ও নিরাপদে রাখুক। নিশ্চয় আমরা ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এই সময় চলে যাবে এবং সুদিন আসবে ইনশাআল্লাহ। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ দেশের পক্ষ হতে বৈশ্বিক মহামারিকে মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রিয় মুসুল্লীবৃন্দ!

কোনো যুগই মহামারী কিংবা বিভিন্ন রোগব্যাধি হতে মুক্ত নয়। বরং এগুলো সর্বযুগে নানা আকৃতি ও বিভিন্ন পন্থায় ছড়ায়। কিন্তু ইসলামী মানহাজ– যার গবেষণা পুরো জীবনকে আবৃত করে নিয়েছে– বিভিন্ন সমস্যা ও নানা ইস্যুর সমাধানে তার দুটি বৈশিষ্ট্য

রয়েছে। একটি হলো দুই ওহি তথা কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আর অন্যটি সাধারণ বিষয়াবলির সমাধান কল্পে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে শরণাপন্ন হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী– 'সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি না জান।' (সুরা নাহল: 43)
করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যার প্রভাবে পৃথিবী প্রায় বিধ্বস্ত, এখন যে প্রশ্ন সামনে চলে আসছে তা হলো– ইসলাম কী ইতোপূর্বে এমন মহামারীর মুখোমুখি হয়েছে? এমন কী কোনো গাইডলাইন রয়েছে যার মাধ্যমে ইসলাম তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে উৎসাহিত করেছে? ইসলামে সরাসরি কোনো দলিল রয়েছে যা এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে?
শুরুতে আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ ধরনের বিপদাপদ আসমানী নিদর্শন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করে দেওয়া এবং উপদেশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। যেমনটি আল্লাহ বলছেন, 'আমি তো শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি।' (সুরা বনী ইসরাঈল : 59)। এর মাধ্যমে পাপী ভয় পায় এবং তওবা করে; আর মুমিন ব্যক্তি ভয় পেয়ে তার ঈমান ও বিশ্বাস দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়।

সুপ্রিয় মুসুল্লীবৃন্দ!

করোনা হল এক ধরনের বায়োটাইপ ধরনের ভাইরাস। এই ভাইরাস নিজেই নিজের প্রতিরোধ সক্ষমতা বজায় রেখে মানবদেহের শ্বসনতন্ত্রের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। আর নিজের এই সক্ষমতার জন্য এগুলো সাধারণত ঔষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠে। বায়োটাইপ ধরনের এ জাতীয় ভাইরাস গুলোর আবির্ভাব হয় আকস্মিক ভাবে। তখন পরিস্থিতি টালমাটাল হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়ে যায়। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আগের যত ভাইরাস বা ক্ষতিকর জীবাণু ও পোকামাকড় আঘাত হেনেছিল তা হঠাৎ করে। ফলে সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় বা আগ থেকে পর্যাপ্ত গবেষণা না থাকায়, এই ধরনের ভাইরাসকে ঠেকানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। আবার পরবর্তীতে এই ভাইরাস গুলোর নিজের দূর্বল হয়ে যায়। ফলে গবেষণায় পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা সাফল্য পান। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ভাইরাস প্রতিনিয়ত এর আকার পরিবর্তন করছেন যা ভাইরাসের প্রতিরোধ সক্ষমতা কমে আসছে বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন ভাবে সাইক্লোন, টর্নেডো, ঘুর্ণিঝড় থেমে যাওয়ার আগে গতিবেগ হারিয়ে ফেলে।
সর্বোপরি আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করি, নিজেকে সেফ রাখি। এলোমেলো জীবনযাপন থেকে বিরত থাকি। এটি মানুষের জীবনের জন্য বিরাট হুমকি। সুতরাং এ বিষয়ে ব্যাপক সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে, এই ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। গণ জমায়েত সংক্রমণের প্রধান কারণ। মানুষের জীবন রক্ষার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা বলেন: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" (সূরা বাকারা: 195) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবন নাশের কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)।
আর শরিয়তের একটি একটি সু সাব্যস্ত মূলনীতি হল, " أن الضرر يدفع قدر الإمكان "যতটা সম্ভব ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করতে হবে।" তাই (বিশেষ প্রয়োজনে) ওজরের কারণে কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমার সালাত জামাতে আদায় করতে সক্ষম না হয় তবুও তাঁকে তার পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। রাসূল সা. বলেন: إِذَا مَرِضَ العَبْدُ ، أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا "বান্দা যদি অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায় তাহলে সে সুস্থ ও আবাস অবস্থায় যে আমল করত মহান আল্লাহ তাকে তার সমপরিমাণ সওয়াব দান করেন।" (সহিহ বুখারি)
যে লোকের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাকে আলাদা থাকতে হবে বা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করেছে তার উপর ওয়াজীব হচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত মেনে চলা এবং নিজস্ব ঠিকানা বা আবাসস্থলে ওই সালাতগুলো যথাসময়ে আদায় করা।
যে ব্যক্তি এই আশঙ্কা করবে যে, সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার বিধান এই যে, সে জুমুআ ও জামাআতে অনুপস্থিত থাকবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"নিজের ক্ষতি করা যাবে না অন্যের ক্ষতি করা যাবে না"। (ইবনে মাজাহ হা/2331) ইমাম নববী বলেন, কেননা এতে যদি আল্লাহর হুকুমে সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, তাহলে সে তার তকদ্বীরের প্রতি বিশ্বাস না করে ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করবে, ফলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। (শরহে মুসলিম 7/373)
উল্লিখিত অবস্থায় যে ব্যক্তি জুম'আর সালাতে উপস্থিত হবে না, সে নিজগৃহে যোহরের সালাত চার রাকাত আদায় করবে। শরয়ী নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অনেক মুসলিম প্রধান দেশ ইতোমধ্যে মসজিদে নামাজ পড়া নিরুৎসাহিত করেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, 1814 সালে প্লেগ ছড়িয়ে পরে এবং আরব অঞ্চলেই আট হাজারের উপর মানুষ মারা যান। সেই সময়ে কাবার তাওয়াফ বন্ধ করা হয়। 1831 ইন্ডিয়া থেকে কিছু হাজি, ওমরাহকারী এক ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আসেন, যার ফলে কাবায় উপস্থিত এক তৃতীয়াংশ মানুষ সেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। আবারও কাবা বন্ধ করতে হয়। 1892 কলেরা ছড়িয়ে পরে। এইভাবে 1987 সর্বশেষ ম্যানেনজিসাইটিসের বিস্তার ঘটে, এবং কাবা বন্ধ করা হয়। তার মানে, ভবিষ্যতেও বহুবার বন্ধ করতে হতেও পারে।

প্রিয় মুসুল্লীবৃন্দ!

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল পদক্ষেপ ও নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা মূলত: 'সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতির কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভূক্ত।

প্রচারনায়:

হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ।

সতর্কতা কখনোই তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। আল্লাহ চান বান্দা যেন তার নিজের চেষ্টাটুকু করে। সে যদি আন্তরিক হয়ে নিজের কাজটুকু করে ফেলে, সেটার সম্পূর্ণতা আল্লাহ দিয়ে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা চান বান্দা যেন তার নিজের দায়িত্বটুকু, নিজের চেষ্টাটুকু করে, আর বাকিটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়। আজকে, আমাদের সামনে এসেছে এক ভয়াবহ দুঃসময়। আমরা অবলোকন করছি একটি ভয়ঙ্কর মহামারী কাল। এই দুঃসময় কাটাতে হলে, আমাদের অবশ্যই অবশ্যই আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করি, আশা করা যায়, ইন শা আল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা এই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ আমাদের জন্য সহজ করে দেবেন।

কিছু মানুষ আশংকা করছেন, মহামারীতে(করোনা ভাইরাসে) আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে আপনি জানাযা পাবেন না আর- রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:- মহামারীতে মারা যাওয়া প্রত্যেক ব্যাক্তিই শহীদ। (মিশকাতুল মাসাবীহ-১৫৪৬) হাদিস থেকে জানা যায়, আগুনে পুড়ে মরলেও শহিদ, আর পানিতে ডুবে মরলেও শহিদ। এমনকি, পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেও শহিদের মর্যাদা পাওয়া যাবে। তো, প্রিয় উপস্থিতি, আপনার বাসায় আগুন লাগলে শহিদ হওয়ার জন্য আপনি কি বাসার মধ্যে বসে থাকবেন? আপনার লঞ্চ ডুবতে থাকলে আপনি কি সাঁতরাবেন না? নিজ থেকেই পানিতে গা এলিয়ে দেবেন? কিংবা, পেটের অসুখে ধরলে ডাক্তারের কাছেও যাবেন না? এই মহামারী থেকে বাঁচতে আমাদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি ওই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে জাতি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে'। আপনি আর আমি যদি চেষ্টাই না করি, ভাগ্যটা পরিবর্তন হবে কি করে? আমাদের চেষ্টাটুকু তো করতে হবে, এরপর অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহর ফয়সালার জন্যে। চেষ্টা করার পরেও এই মহামারীতে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমরা শহিদের মর্যাদা লাভ করবো ইন শা আল্লাহ। কিন্তু বিনা চেষ্টায় যদি শহিদ হওয়ার জন্যে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকি, তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই হবেনা। আমাদের অসচেতনতায় করোনা ভাইরাসটি সংগোপনে বহু বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। শুরুতে কেউ বলতো আমাদের তাপমাত্রায় করোনা মরে যাবে, কেউ বলতো 360 আউলিয়ার দেশ বাংলাদেশে করোনা আসতে পারবেনা, অনেকে অনেক কিছুই বলতো। অথচ করোনা সবাইকেই হতাশ করেছে। দেশে সম্প্রতি কয়েকজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হবার পর আমরা সবাই যে প্রচন্ড উদ্বেগ আর আতঙ্কের মধ্যে আছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, শুধু উদ্বিগ্ন আর আতঙ্কিত না হয়ে, আমরা সবাই নিজেদের, আমাদের ভালোবাসার মানুষগুলো এবং সমগ্র দেশকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি সেটার দিকে বোধহয় আমাদের এখন নজর দেওয়া উচিত।

মনে রাখবেন, একটি মহামারী প্রতিরোধ করা সরকার কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীদের একার দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব আমার, আপনার সবার। আপনি বাঁচলে, আপনার পরিবার বাঁচলে - দেশ বাঁচবে, এ দেশের জনগণ বাঁচবে। তাহলে, চেষ্টা কিভাবে করবো?

বিশেষজ্ঞরা আমাদের যা জানাচ্ছেন তা-ই করতে হবে। যত সম্ভব বাইরে কম যাবেন, একা একা থাকতে হবে। অর্থাৎ, মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। বিনা প্রয়োজনে সবাইকে বাড়ির বাইরে যেতে নিরুৎসাহিত করুন। বিশেষ করে বাড়ির বৃদ্ধ ও শিশুদের, কারণ, এরা সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ। বেশি মানুষ একত্র হয়, এমন স্থানে কোনোভাবেই যাওয়া যাবেনা। সম্ভব হলে, ঘরে থাকতে হবে পরিবারের সবাইকে নিয়ে। গণপরিবহনে চলাফেরা এড়িয়ে চলুন এবং যাওয়া-আসার পথে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসা বিপদের কারণ হতে পারে। কারণ, এ রোগ মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়ায়। বাইরে বেরুতে হলে, অবশ্যই মাস্ক, প্রয়োজনে হ্যান্ড গ্লাভস পরতে হবে। বিদেশ থেকে এসেছে, এমন কারো সংস্পর্শে যাওয়া যাবেনা। ঘরের মেঝে প্রতিদিন (সাবান দিয়ে) পরিস্কার করুন। বেশি বেশি হাত ধুতে হবে। বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই খুব ভালো করে, ঘষে ঘষে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। সাবান-পানিতে হাত না ধুয়ে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা যাবেনা কোনোভাবেই। করোনাভাইরাসের আবরণ চর্বি (লিপিড) দিয়ে তৈরি। সাবানে আছে ক্ষার। চর্বি যখন ক্ষারের সংস্পর্শে আসে, তখন চর্বি ভেঙে টুকরা হয়ে যায়। সাবানের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে করোনা ভাইরাসের ওপরের আবরণ নষ্ট হয়ে যায়, ভাইরাস মরে যায়। হ্যান্ড স্যানিটাইজারের জন্য হাহুতাশ করার দরকার নেই। সাবানই যথেষ্ট। সূত্র: আই.ই.ডি.সি.আর

রেসুস্টেরেন্টের খাবার এড়িয়ে চলুন। যে কোন জীবানু বা রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সবচাইতে বড় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হল, আমাদের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এজন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমান স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান। ভিটামিন সি জাতীয় খাবার (কমলা, মালটা, লেবু, আমলকী), সবুজ শাকসব্জী, এগুলো আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখুন, যেন আপনাকে টুকিটাকি কেনার জন্য বার বার বাইরে পাঠাতে না হয়। একটা পরিবার সতর্ক থাকা মানে একটা পরিবার নিরাপদ থাকা। এভাবে, ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা সতর্ক হই, কতোগুলো পরিবার নিরাপদ হতে পারি, তা কি ভেবেছেন?

আপনার উদ্যোগগুলোকে ছোট ভাববেন না। এই সময়ে, আপনার এই উদ্যোগ দিনশেষে বিশাল প্রতিফল হয়ে ফিরে আসবে, ইন শা আল্লাহ। তাওবা-ইস্তিগফারে বেশি বেশি সময় দিবেন। মোনাজাতে সবার জন্য দু'আ করবেন। মনে রাখবেন, আপনি অন্যের নিরাপত্তা চেয়ে যখন দুয়া করেন, ফেরেশতারা তখন ওই একই দুয়া আপনার জন্যে করে। এই বিপদ হোক আমাদের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসার এক অনন্য সুযোগ।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ) بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.)

প্রচারনায়:

হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে নাঃ (অর্থ: "আল্লাহ তা'আলার নামে" যার নামের বারাকাতে আকাশ ও মাটির কোন কিছুই কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।")হাদীসটি হাসান সহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯।
সহিহ তিরমিজি হা/৩৩৮৮
করোনাভাইরাস সহ অপকৃতিস্থ, কুষ্ঠ, দুরারাগ্য ও মহামারী থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়মিত দু'আ পড়বেন।
" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে শ্বেতরোগ, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দূরারোগ্য ব্যাধি হতে আশ্রয় চাই।'
(আবু দাউদ ইফা, হা/1554, নাসাঈ হা/5493, মিশকাত হা/2470)।
বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়বেন। অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই, কোনো ভরসা নেই, যিনি মহান ও সর্বশক্তিমান।' পাঠ করা। তাওবা, ইস্তেগফার করা, অশ্লীলতা,নগ্নতা বর্জন করা। সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ে যেকোন রোগের চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আল-কুরআন বেশিবেশি তেলাওয়াত করা। কেননা কুরআন হচ্ছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সমস্ত রোগের চিকিৎসা।বিশেষভাবে সূরা ইখলাস,ফালাক,নাস তিনবার করে তেলাওয়াত করা। ঘরে বাহিরে,যেকোনো স্থানে " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ " পাঠ করা। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ পাঠ করা। সাধ্যানুযায়ী দান-সাদাকাহ করা। কেননা এর দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
আল্লাহ তা'য়ালার আকস্মিক পাকড়াও এবং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে، اَللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِك . رواه مسلم অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক পাকড়াও এবং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম হাদীস নং 2739)
আল্লাহ আপনাদের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে হেফাজতে রাখুন। করোনা ভাইরাস থেকে সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামিন। আল্লাহ আমাদের বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন। হে আল্লাহ! আপনার ঘর থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না। হে আল্লাহ! আমাদের পাপের কারণে পবিত্র মসজিদের নামাজের জামাআত থেকে বঞ্চিত করবেন না। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমাদের আবার ফিরিয়ে নিন। হে আল্লাহ! আমাদের তাওবা কবুল করুন। হে আল্লাহ! আমাদের এবং মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের মহামারি ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে হেফাজত করুন। হে আল্লাহ! মুসিবত দিন দিন কঠিন থেকে কঠিন হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তুমি ছাড়া আমাদের ফরিয়াদ শোনার আর কেউ নেই হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কে আছে? হে আল্লাহ! যার কাছে আমরা সাহায্য চাইব। হে আল্লাহ! আমাদের এ অবস্থার ওপর দয়া করুন । আমাদের অক্ষমতাগুলো দূর করে আমাদের ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের অভিভাবক। হে আল্লাহ তুমি করোনাভাইরাস দূর করে দাও।' বিপদ যত বড় হোক, তা চিরদিনের নয়। বরং বিপদ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহ রহমত তার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমাদের মুক্তি অতি কাছেই। সুতরাং হতাশ হবেন না। অধৈর্য হবেন না। অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকুন। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ সিদ্ধান্তের ওপর নিজের সবকিছু সমার্পণ করুন। অন্যকেও আল্লাহর ওপর ভরসা করতে নিশ্চিন্ত করুন। আমিন।وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(খুতবাটি হারুনুর রশীদ ত্রিশালী, পিএইচডি গবেষক, ফিকহুস সুন্নাহ বিভাগ, মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুলিখিত মসজিদে নববীর দু'টি জুমআ'র খুতবা (করোনা ভাইরাস (COVID19) হতে সতর্কতা অবলম্বন- খতীব: শাইখ ড. সালাহ আল বুদাইর; সুস্থতা ও রোগ-ব্যাধী: করোনা ভাইরাস-খতীব: শাইখ আব্দুল বারী ছুবাইতি) এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের কলাম থেকে সংকলিত)

প্রচারনায়:

হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ।